উন্মাদ খুলির পৃষ্ঠাগুলি

উন্মাদ খুলির পৃষ্ঠাগুলি

মুক্তি মণ্ডল

প্রকাশকাল: বই মেলা ২০১১

রচনাকাল: ২০০৯ – ২০১০

©উৎপল রায়হান

Unmad Khulir Pristhaguli, a Collection of Poems by Mukte Mandal

উৎসর্গ নোট ঃ

নীলাঞ্চলে যারা যায় তারা যদি ফিরে আসে
নির্জন দুর্গের ভিতর ভোজসভায় উড়ে যাবো নৌপথের আলো
মাল্যধ্যানে পাহাড়-চূড়ায়
আয়ুর বালিকা-ঘড়ির দাগ উঠে আসবে
কাঁটা ও কটাক্ষে
লৌহ-কপাটের পাশে পড়ে থাকা ছায়া
আর উজ্জ্বল চোখের দিকে
উড়ে যাবে অধিক সুন্দরের পেকে যাওয়া ফল

কবি ইকতিজা আহসান, কমরেড সাজ্জাদ, বিকাশ,
নাজমুল ও শ্রাবণ জানা। এরা আমার বন্ধু।

এদেরকে।

সুচি:

১. অনন্ত স্পর্ধার ব্লেড ২. ইশারা ৩. চিরচেনা ৪. ডোরাকাটা ৫. উপেক্ষার ঝুমঝুমি ৬. শহর ছাড়ার নোটিশ ৭. উজ্জ্বল মুখ ৮. বিস্মৃতি ৯. রাত্রিকামিনী
১০. ঝলক ও মেঘের মুখোশ ১১. রোদন ১২. মিনতি ১৩. বিয়োগিনী
১৪. উড়ো মুখের দিকে ১৫. পোকা ও কাঠকয়লা ১৬. তীর্থযাত্রী ১৭. জলধ্বনি
১৮. যাই, অস্তমিত সূর্যাস্তের আলোর নিচে ১৯. ফাঁদ ২০. আমি ঘুমাবো
২১. জড়াজড়ি ২২. গোধূলির বন ২৩. অনুজের প্রতি ২৪. সাদা ২৫. চিঠির লাল বাক্সে
২৬. দুর্গ থেকে ফিরছে মহুয়া, দুর্গতিনাশিনী ২৭. ষোড়শী হাতপাখা ২৮. প্রফুল্ল জংশন
২৯. ছক ৩০. পেসিমিস্ট ৩১. খুলি ৩২. চাবি ৩৩. রুট ম্যাপ ৩৪. বাঙালি মনন ৩৫. বৃষ্টি ৩৬. সিঁড়ি ৩৭. বেণীসাধক ৩৮. দ্বিধার মাস্তুলে নগ্ন কাঠখোদাই ৩৯. পত্রসম্ভারে
৪০. ছুরিবিদ্ধ দেহ ৪১. অস্থিরতার ভিতর সুগন্ধী আঙুল ৪২. আজ মেঘলা দেহ
৪৩. সে ৪৪. আগুনের ডানা ৪৫. বন্ধন ৪৬. বল্লম ৪৭. ক্রসচিহ্ন ৪৮. অবুঝ নয়ন তারা
৪৯. উন্মাদের খুলি ৫০. সংরাগ ৫১. স্পর্ধা ৫২. কফিন ও মৃদু হাসি ৫৩. মেঘ ডায়ালে
৫৪. ছবি ৫৫. দেখা

প্রকাশিত গ্রন্থ

ঘড়ির কাঁটায় ম্যাটিনি শো (২০০৮)
পুষ্পপটে ব্রাত্য মিনতি (২০০৯)

অনন্ত স্পর্ধার ব্লেড

আসবে না লৌহফলকের জ্বর, নিদ্রিত চোখের চারিদিকে
ঠিকই ভেসে উঠবে স্পন্দিত অন্তরাল।

আমি ও মেঘ, সমুদ্র ঢেউয়ে ও হাওয়ায় বার্তা পৌঁছেই
ফিরে আসবো অনন্ত স্পর্ধার ব্লেডে, ফালি করা আপেলে
হিংসা ও কাঁচবৃষ্টির দৃষ্টি নিক্ষেপ চিরে
ফুটে উঠবে হাঙরের ছায়া, পাশ ফেরানো চুলের ঝুঁটি।

অজস্র পরাজিত ডানা থেকে উড়ে আসবে অনুগত শিরা-
ঝড়ের পূর্বাভাস। অধীর তৃষ্ণা।

নিঃসঙ্গ পাপড়ির নিচে অতৃপ্ত পিপাসার বর্ণচোরা শিস
বেজে যায়, বধিরতাও চুপ করে থাকে খুনিদের বাহুতে।

আমি ফিরে যাবো ফুল তোলা মুখোশের বাঁকানো হরফে।

ইশারা

আমি আগ্রহ নিয়ে তোমার দিকে তাকাই
দু'ভাগ হয়ে যাওয়া কালো নৈঃশব্দ্য চিরে জেগে ওঠে
আলোর প্রাচীর

একভাগে মগ্ন চৈতন্যের শহর জুড়ে সবুজ পাহাড়
অন্যভাগে জ্বলন্ত বনাঞ্চলে থৈ থৈ করছে
সুনিবিড় নৈশ বেণী

উর্ধ্বগামী আলোর দাগে উর্ধ্বচারী তীরন্দাজের
হাতের মুঠোই
আমি লুকিয়ে ফেলি সহসাই
লোভের পাগড়ি থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টির ফোটা

দুরে উষ্ণ ঢেউয়ের নৃত্যে ভাসে দেখি
তোমারই প্রভা

অস্থির বেদনা উল্লঙ্ঘনে স্মরণ করি গাঁদাফুলের মুখ
নিশ্চুপ বট পাতার শিরাতে উড়ে যায়
মুখর যৌনতার ছুরি
মনে পড়ে বোকাসোকা দেয়ালের ফাটল

কাছের কেউ বহু দুরের দিগন্ত ছুঁয়ে যেন খুলছে ইশারা

চিরচেনা

অনুপুঙ্খ দিন, পরিত্যক্ত চিঠিমুগ্ধ দেওয়ালে নেচে ওঠে নিজেরই ছায়া,
নিরুদ্বেগ হাতে ভিড় করে ঘৃণাহীন চাবুকের ওষ্ঠজ্বর, তাতে ভেসে আসে
দিগম্বর মেঘপুঞ্জ, নিরুদ্দিষ্ট চক্ষু তারে ঘণ্টাধ্বনি ওড়ে।

আমাদের ব্যথার আকাশ ভরে ওঠে বালু বিচ্ছুরণে, মড়কের সৌদামিনী
খণ্ডিত কেশের তলে অধীর আঙুলে গেঁথে দেয় স্মৃতিশূন্য ভোর,
পাসপোর্টে পায়রাদের উড়ন্ত ছবি, তক্ষকের মদ্যুতে আমরা দিনলিপি লিখি।

ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ লোভ, কেশরে লুপ্ত তোমার চাহনি উড়িয়ে আনে,
কাঠের অভ্যন্তরীণ তৃষিত চুম্বন শব্দ উড়ে যায় তীরঘেষা রোদে।

চিরচেনা মুখ যখন গভীর নদীতে উথলে ওঠে তখন আমাদের জীবনের
ভাঙাচোরা পথের বাঁকগুলো থেকে একটু আধটু দূরে, আমরা
কামরাঙা গাছের নিচে পাশাপাশি বসি, বাহুভাজে উড়ে আসে মেঘগুঞ্জরণ।

ঝকমকে জ্বরতপ্ত দেহ ফালি করে তুমি দেখো গণকবাড়ির জানালা,
আমি দেখি চন্দ্রিকা, ডিগবাজি খেতে খেতে রোদের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে
আমাদেরই হাড়ের ঝনঝন, স্মৃতিশাস্ত্রের মত্ত কিশোরী।

আমরা পতঙ্গ ডানার তলে এঁকে রাখি গোপন পরিখা, মোরগফুলের
ঝুঁটির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাই পুরনোকালের বৃষ্টিতে ভেজা চোখাচোখি,
সেও দেখি চিরমুক্ত,
হাওয়া যেদিক থেকে আসে সেদিকে অন্তর খুলে আছে।

স্মরণ উৎসবে চিরচেনা মুখের অগ্নিতে স্মৃতিচিহ্ন পোড়ে, কালিঝুলিতে
অস্পষ্ট পথের নকশায় ভেসে ওঠে রুমালের পাখি, ভেসে ওঠে
লোহার পুলের দুইজোড়া চোখ।

ডোরাকাটা

যৌথ সন্তাপের মূর্তিগুলি শয্যা ছেড়ে উঠে গেছে
আমি যাবো না, এক্ষুনি আসবে রীতিবিচ্যুত স্নায়ুকম্পন

সবাই গঙ্গা স্নানে গেছে
তাদের ভেতর সঙ্গমইচ্ছুকরাও আছে

রাত গভীরে এরাই জানালা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। আজ এদের সাথে
সময় কাটাবো, যেই জটাধারী এদেরকে ভোরের দিকে ঘুম ভাঙিয়ে
ফুল কুড়াতে পাঠায়, আজ তাকে টুকরো আলোর দেহে গেঁথে দিয়েই
সূর্যাস্তের দ্বীপে মিলিয়ে যাবে খুনী ও ঘুমের ভেতর বেজে উঠা বাঁশি।

মর্মগ্রাহী, কাচের শব্দে ভেসে যাবে
কালো ঢেউয়ে, সকরুণ মায়াভ্রমে বেজে উঠবে
সাদা সোহাগ

তাবৎ মন্থনকৃত অভিনিবেশে রোদের পৃষ্ঠায় ডুবে যাওয়া
দেওয়ালের রঙে কেঁপে উঠবে শরীর
তখুনি প্রলিপ্ত ঝড়ে ছুটে আসবে দুর্গ-প্রভাত

জলের উত্থানে দেহঘুম ঠেলে কালো লেনে
আলো জ্বেলে নিবিড়তা ভাঙে
যেই ডোরাকাটা - যেই পলিটিশিয়ানের ক্যাসিয়ার
তার খণ্ড-খণ্ড দেহাংশের সাথে মিশে রবে আমাদের চারুভাব

আমরা ঢেলে দেবো গ্রীবার উষ্ণতা, সহসাই ঘ্রাণের কুমির পিঠে
ফুটে উঠবে রাত, ভেসে থাকবে দুর্গের নকশা ও আগামী দিনের বাতিঘর

উপেক্ষার ঝুমঝুমি

মেঘ সিংহের কাছে পড়ে আছে ঘোরগ্রস্ত ধনুক। প্রহসনের বিভ্রান্ত কিশোরী
হেঁটে আসছে। যেদিকে শিরোস্ত্রাণ – মর্মাহত গোলাপের দল, সেদিকে
ত্রস্ত বাহু, গোধূলির উরুতে ছড়িয়ে পড়ছে কুয়াশা স্তন।

বাঁশি বেজে উঠলে গন্ধমের বাগানে একে একে খসে পড়ে পশমের রঙ,
গোপন আস্তানায় জমে ওঠে দেহ মন্থন, শ্মশানকাঠের আলোতে
ভেসে ওঠে কুসুমিত পথ,
কাঁটার সাথে তুমি গেঁথে রেখো উচ্ছ্বল ডালিমের রক্তলাল।

আমি অগ্নিশিখার সাথে সন্ধি করবো। তোমার নিরুদ্দেশ হওয়া চোখাচোখি
যদি ভেসে ওঠে চন্দন কাঠেরঘ্রাণে – সেই ক্ষণে, মেঘের প্রতিটি পাতার
ভেতর ঢুকে পড়বো আমি, সন্দিগ্ধ প্রহরে
ছায়াশিকারির পিছন পিছন ছুটতে থাকবে উপেক্ষার ঝুমঝুমি।

শহর ছাড়ার নোটিশ

বুনোফুলের দেহের কোণে উড়ে যাওয়া সৌরভে ঘাটি গেড়ে চুপ করে বসে
থাকা মৌদলে বার্তা পাঠাই, তরুবক্ষের কোটর থেকে বের হয়ে আসা ছায়া
আর তেরনদীর সঙ্গম দেখে যারা পথভুলে ঢুকে গেছে –
অগ্নিকুণ্ডের সর্পিল গুহার ভিতর, তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পাঠিয়েছি তীর
চুম্বনে ভরা পায়রাদের মেঘলা প্রহর।

শহরের বর্ষণ শেষের আকাশে যেসব বিজ্ঞাপণ ওড়ে, যেসব কুকুর-বেড়াল,
কবি-শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, ঝাড়ুদার, গলাবাজ; মাথানিচু করে ঘুমিয়ে পড়েছে
শীর্ণ দেয়ালের মধ্যে তাদের নিকটেও দুত পাঠাতে চাই।

অগণিত দেশি কাঠবেড়াল আর হুতুম পেঁচাদের বর্ষা উৎসবে নিমন্ত্রণ পেয়ে
যাচ্ছি উন্মুল করিডোগুলো সঙ্গে নিয়ে, অবশিষ্ট চেয়ারের হাতলে কামনার
সবগুলো ভালুক নখের দাগ রেখে গেলাম।

কয়েকদিন যে শহরে থাকবো না, তা জানান দেবার কৌশল হিসেবে
সমস্ত দৈনিকগুলোতে পাঠিয়েছি শহুরী পাখিদের বিষ্ঠা। প্যাকেটের গায়ে
লিখে দিয়েছি 'সাবধান'। রোদভরতি ডুমুর গাছের তলে পাঠিয়োনা কোন
মিথ্যাবাদী প্রতিবেদক, সুশীল জাহাজ।

উজ্জ্বল মুখ

১.
ছিন্ন মাংসের টুকরোতে গেঁথে থাকা সময়ে ব্যর্থ মুখের দিকে ছুটে আসছো তুমি,
প্রভাতের অনুকম্পা থেকে সেই কবে ছিটকে পড়েছি, সে স্মৃতি এখনো সবুজ পেয়ারার
গায়ে রোদ পড়লে মনে আসে, ঘুমহীন মুখোশের গন্ধে যখন ভরে ওঠে চারপাশ তখন
কেবলি ধুলোর ভিতর ভেসে ওঠে মানুষের পদছাপ, উল্টো দিকের স্মৃতিকাতর
আঁকাবাঁকা পথে ভিড় করে তীরবিদ্ধ খরগোসের ঝাঁক, রক্ত চুয়ে পড়া ছোপ ছোপ
ছকের মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকে শাদা রুমালে আঁকা মুগ্ধ সাঁকো..

২.
পোস্টকার্ডে লুপ্ত নগর, আশাহীন বার্তা কক্ষে প্রহরীর পিঠে লিখে রাখা মত্যুসংবাদ
দেখে যারা ফিরে যাচ্ছে যৌন উল্লাসে, তাদের হাড়ের মধ্যে ধীরে ধীরে জমা হচ্ছে
দানবের হাসি, আয়নার কাচে ফুটে উঠছে তীক্ষ্ণ সড়ক, দু'পাশে গড়ে উঠছে ঘুমন্ত
শহর..

৩.
বাজি হারা মানুষের উৎসবে যাবো, পরিচয়হীন আঙুলের টোকা থেকে বুঝে নেবো
জলসা ঘরের ঠিকানা, যন্ত্রণার উজ্জ্বল থাবার ভিতর ঢুকে গিয়ে ফিরবো না আর,
চোখজোড়া ঝুলিয়ে রাখবো ঝাড়বাতির সাথে, শুধু নাচ দেখবো, গভীর রাতে পুরনো
ঘড়িগুলো তলানো দেখবো, বাজনদারদের বাহুতে জ্বলে উঠবে স্বর্নালোর দ্বীপ, দ্বীপান্ত
রে তোমার জন্য খুলে রাখছি পিঠ..

৪.
খোলা পিঠে অন্ধকার ফুঁড়ে একে একে জেগে উঠছে ঘড়ি, সবুজ পেয়ারার গায়ে ছিটকে
পড়ছে রোদ, আর ছিন্ন মাংসের টুকরোতে ভেসে উঠছে তোমার উজ্জ্বল মুখ..

বিস্মৃতি

আরো গভীরে ছুঁড়ে দিই রাত্রি শেষের শিস
তারাবেণী খুলে দেখি কালোঢেউ এখনো আমাকে চেনেনি

তাই আজ পাঁজর খুবলে
দাগ দেখে চিনে নিচ্ছি সবুজ তরণী, কৃষ্ণপাড়ার মেয়েরা
দেওয়ালে জলের প্রতিবিম্বে নেচে গেছে

পতনের দিনলিপি
আর কোনো অগ্নি স্রোতে – নৈঃশব্দ্যের জলছাপে
একাকী ডাকেনি, বধির মুগ্ধতা মিশে গেছে ডানাদের মেঘে

নদীঘেষা মানুষের পদচিহ্ন মুছে
প্রতিনিয়ত সড়ক পথের বাঁকে এসে দাঁড়াই,
শোকার্ত তৃষ্ণা
চন্দ্রাহত বালকের চোখে দাঁড়ের রোদকল্প আঁকে

কাচ ভাঙা শব্দে জানালাতে ভোর ফোটে
চিঠির বাক্সে ফিরে যায় দেহচূর্ণ ট্রেনের হুইসেল

রাত্রিকামিনী

লেটারবক্সের পাশে খুব সাধারণ তুমি

ঘুমন্ত বইয়ের পৃষ্ঠায় সারাদিন চুপ করে থাকো

রাতে ক্রুশকাঠে আলো ফেলে
চলে যায় মহুয়ার বোন

আমি তার পায়ের কাছে
প্রতিদিন জড়ো করি বেদনাবোধ

পুরনো চিঠির বান্ডিল খুলে অতৃপ্ত স্পর্শের
পাখিগুলি উড়াই
ফাঁকা হয়ে যায় দ্বিধার উঠোন

বিদ্যুৎতার বেয়ে লাফিয়ে নামে রাত্রিকামিনী
উষ্ণতার মোম

ঝলক ও মেঘের মুখোশ

কত দিন দেখেছি সূর্যাস্তের আলোতে ডুবে যাচ্ছে মৌন সড়ক।
দু'পাশে জেগে উঠতে দেখেছি শাপগ্রস্ত নগর। আমরা তার পেটের ভিতর
অগ্নিকুন্ডে দ্বিধান্বিত জিভেতে ক্রসচিহ্ন। আমাদের তীর্থ জলাশয়ে
যেসব মাছ লাফিয়ে উঠছে – তাদের পিঠে
ছিটকানো পানির ফোটাতে আমাদের ভাষা, আমাদের চোখাচোখি
ঝিলিক দিয়ে উঠছে। তুমি তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছো আমাদের হলুদ বাড়ি,
মুখোশের লজ্জিত ক্রন্দন। আমরা প্রতিদিন গোধূলির করোটিতে – নগ্ন পাতার
স্কেচ করি, সর্পফণার আদলে গড়ে তুলি ভাষাঘর।
ওখানে তুমি এসে আমাদের ভাষা শিক্ষা দাও। ছোট ছোট শিশুদের মুখে
লেগে থাকা দুধের গন্ধ মুছে – এঁকে দাও নিঝুম বন। সূর্য উঠার মুহূর্তে
আমরা তোমার ঝলক দেখবো।

দুই.

বাহু পাশে কখনও আসোনি। দেখেছি শাশ্বত রাত্রিমেঘের মুখোশে চুয়ে পড়া
নিঃশব্দ ভেদ করে – তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে অন্ধতীরের সৌন্দর্য।
তার পাশে এসে দাঁড়াও। আমরা সব ফুলের পাপড়ি থেকে সরিয়ে নিয়েছি
ময়লা ছায়া। আমাদের বাড়ির ঠিকানা হারিয়ে গেছে।
ভাষা থেকে খসে গেছে বুনোগন্ধ। আমরা প্রত্যহ নিজেদের উপর
উপগত হয়ে দেখেছি – গোধূলির পেট ভরতি আবর্জনা। সন্ধ্যার নাভীমূল ফেটে
চৌদিকে ছড়িয়ে গেছে মিথ্যুকের পণ্যজাহাজ।
আজ আসো তুমি। আমাদের পাঁজরগুলো জোড়া দিয়ে ফিরে যেও। আমরা যে
ভাষায় কথা বলি, ওই ভাষায় একটু চোখ টিপে হেসে দিও। আমাদের মজ্জু বেয়ে
রক্ত গড়িয়ে গেলে তুমি স্নান সেরে – আবার তৈরি করতে থেকো মেঘের মুখোশ।

রোদন

কাউকে বলা হয়নি, অস্তমিত সূর্যের আলোতে কুড়িয়েছি গোপন রোদন।
খুব কাছে এসে ছুঁয়ে গেছে দুরের পাতা।
হরিণের শিং মনে পড়েছে।

নিভন্ত দেহে লেগে থাকা রক্তস্বাদ; তাঁর নিকটেও উড়ে এসেছে দ্বিধার পালক,
আমি সেসব পালকের ব্যথা থেকে আলাদা করেছি সূর্যাস্তের গুপ্ত ঝলক।

সে যখন ভেসে গেছে তার সাথে আমিও ভেসেছি। সবুজ বৃক্ষের পাশে
পরিচিত মুখ সব ছকের ভিতর আড়ষ্ট হয়ে থেকেছে, আমি তাদের মুখে
জল ছিটিয়ে নিজের মুখ খুঁজেছি। খুঁজেছি কাচবৃষ্টির শব্দ।

আশ্চর্য এক বরফ কলের পাশে রাত জাগা লৌহ থেকে তোমার দূরত্ব
মেপে মনে হয়েছে রাতের গভীরতা নিজের মুখের চেয়ে
সরল নৌপথ, যা চিনেছি এতদিনে তার থেকে মধ্যরাতের জানালাই
বেশি ঘনিষ্ঠ।

সবচেয়ে কাছে সন্তাপের গলিপথ। বশ্যতার খাঁচা।

মিনতি

সঙ্গে নিও, উন্মুক্ত জানালায় শিমুল চুপ করে থাকবে, চাঁদও উঁকি দিয়ে যাবে।
তোমার গ্রীবার কাছে নীল আলো ছুরির ধারের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে।
আমি কোন প্রশ্ন করবো না। ধর্মগ্রন্থ ও নাচ বিদ্যায় পটু রূপসীরাও তোমার দিকে
তাকিয়ে থাকবে, ভোরের সূর্য ওঠার পর পরই জেলেদের ছোট ছেলেটা জাল
গুটিয়ে ঘরে ফিরবে।

আমি সেসবও মনে রাখবো না, মনে রাখবো শুধু শ্যামের বাঁশি যেদিন বেজেছিল
তার দিনক্ষণ। নক্ষত্র ভাবনার বাঘ এসে বাঘিনীর ঘাড় মটকিয়ে যাক,
আমি তোমার ছিন্ন মস্তকে আলো জ্বেলে দেবো।

আজ তোমার জানালা খোলা, চারিদিকে ভিড় করছে পৈতাধারী ও দর্শনশাস্ত্রের
ফেল মারা ছাত্ররা। তাদের বুকের দিকে তাক করা তোমার বেণী। পিঠের দিকে
রাত জাগা শিকারি। আর কোনো বেড়াল অবশিষ্ট নেই।

হলুদ পাতাগুলোর দেহে তোমার স্নানের দৃশ্য উড়ছে, আমি কুড়িয়ে নিচ্ছি হাওয়া,
ঢেউ। কাকে এখন ডাকবো? অভয়ের পৃষ্ঠাগুলি উড়ে যাচ্ছে নদীর দিকে।

খুলে দাও এখন দেবতা ঘরের দোর। আমি মুখোশগুলো সরাবো।

বিয়োগিনী

বিয়োগিনী, এইবার চিরে ফেলো মধুসন্তাপের দেহ।

দীর্ঘ ছায়ার নৃত্যে ছুঁড়ে দেওয়া কটাক্ষ ফিরে এসে
দ্বিধার পালকে বসুক। তার ঘুমহীন চোখে আমাদের আকাঙ্ক্ষা,
আমাদের কালো মেঘ, উড়ুক।

কত সত্য মিথ্যুকের চোয়ালে রাতমূর্তির রূপ ধরে
তোমার অন্তর বাজাতে চায়, গ্রীবার আকাশে খুব সাদা ছড়ানো
মেঘের রঙে সিংহের কেশরে লুফে নিতে চায়
রোদ, বৃষ্টির ঝুমঝুম।

আজ পলক উন্মোচনে সাদা কালো সেই হরিণী, তোমার চোখের
মতো, গোধূলির ঘুম কেড়েছে। নিরব ঘাতকের ফেলে যাওয়া
চাবিগুচ্ছে বৃষ্টিরঘ্রাণ একাকী জেগে আছে।

উড়ো মুখের দিকে

পাতা ঝরা বেদনার মতো আবারো সেই উড়ো মুখের দিকে চোখ আটকে থাকে।
যতবার দৃষ্টির সীমাতে পাখির ঝাঁক এসে পড়ে ততবারই উল্টো দিকে
তোমার পায়ের টিপটিপ শব্দে পিছন ফিরে দেখি, সমস্ত সবুজে ডুবে আছে পৃথিবী।

আশে পাশে নেই কোন প্রস্থান চিহ্নের ফলক। নেই শাপলা পাতার নকশা,
শুধু ওই উড়ো মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা অজস্র চোখে ভরে আছে চারপাশ।
সূর্যাস্তের পর আর কি তাকে দেখতে পাবো?

সুচবর্ষার শব্দে ফের তলিয়ে যেতে যেতে ওই মুখের মতো আপেলে সত্যিই
সহাস্যে লাফিয়ে ওঠে আমাদের অন্তর। বিষাদ ও বিরহের মাঝখানে
আমরা গোলাপের শুকনো পাতায় ছড়িয়ে যেতে দেখি নৈঃশব্দ্য, খনি শ্রমিকের
হাহাকার।

পোকা ও কাঠকয়লা

মৃতপোকাদের জগতেই সুরের সংরাগ কাছে টানে। তটিনীর দেহে
মৃত্তিকার অগাধ সুবাতাস বাহুকোষে ঠেলে আনে সুতীব্র চন্দন –
তুমি শোনাও পুরোহিতের জন্মের কথা, বিরহ প্রার্থনার ঠুমরি।
অন্ধ আনন্দের গোলাপি পুকুরে ডুবতে বলো, বলো গভীর রাতে
শিকারে যেওনা।

আমি ভাবি, কাঁধে আর কত ব্যথা রূপকথা ঝুলিয়ে রাখবে! শান্তি
পালকের আকাশে এবার উড়াও টুকরো যন্ত্রণার ঘুড়ি, বহু পুরানো
প্রেমে আটকে আছে পাথর ও জরি। তাদের মুখ বাঁধা, খুলে দাও
দেহের সুর কাঠ কয়লার উদ্ভ্রান্ত লালে।

পোকা ও কাঠকয়লার পাশে জন্ম নিক দেবতার ধবল মুখোশ।

তীর্থযাত্রী

পুরনো তরঙ্গামূর্তি ভেঙে অজ্ঞাত নদীর পৃষ্ঠায় ভেসে আসছে
রত্নশিকারির নাও, দূরে আলোর বিন্দুতে তোমার মুখের ছোট্ট অভিধান
হালকা হাওয়া লেগে আউলিয়ে গেছে

খুলে খুলে পড়ছে পানিতে একটা দুইটা পাতা
আমি পাতাগুলো পানি থেকে কুড়িয়ে রোদে শুকাচ্ছি

পাতায় পাতায় বিবর্তিত মুখের সীমানা পাল্টানো গতিপথ
দেখে চিনে নিচ্ছি নিজস্ব রুটম্যাপ
দিগ্‌ভ্রান্তির শাদা হাড়ে বহুদিনের জাগ্রত ধূসরতা উড়ে যাচ্ছে বৈঠাকাশে

আমরা পরস্পর রাতের গভীরতা থেকে ছিন্ন হয়ে
অনেক পথের কাছে এসে নিজেদের পাঁজর খুলে বিছিয়ে দিচ্ছি
একটা পথের দিকে

ওই পথে কামনা বাসনার চোখ থেকে জন্ম নিচ্ছে
সোনালি ফল
আর ফলগুলি ফেটে ফেটে বের হচ্ছে তীর্থযাত্রী
বিকারগ্রস্ত স্রোতে ভেসে যাচ্ছে বাক্য, শব্দার্থ ও গ্রন্থকীটের ঝুঁটি

জলধ্বনি

গোধূলির যেটুকু পথে তোমার পায়ের চিহ্ন ফোটে
সেটুকু পথের দু'পাশেই
রহস্যের স্মৃতি ফলকে ভেসে ওঠে কুকড়ানো মেঘ

ওই খণ্ডখণ্ড মেঘের রঙে কাঁপে হৃদপিণ্ড
কাঁপে গভীর রাতের বিরহী পাতা

নগ্ন হয়ে পড়ে নৈশ জানালায় অসীম তৃষ্ণা
অভিসারের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় আলোর দাগ

অনুভবে ফুটে ওঠে নৈঃশব্দ্যের প্রতিমা

তার অসীম সান্নিধ্যে তোমার স্পর্শের ঢেউয়ে
নিভৃত নগ্নতার স্পন্দন ভাসে

স্পন্দনের দেওয়ালে প্রতিদিন
পৃথিবীর সমগ্র নৈঃশব্দ্য চিরে ভেসে ওঠে জলধ্বনি
বাতাসে লেখা অযৌন ধ্যানের পাখি

যাই, অস্তমিত সূর্যের আলোর নিচে

যাই, অস্তমিত সূর্যের আলোর নিচে যাই। মনের মধ্যে সাদা পথ বেয়ে বেয়ে
যাই, কাগজের নৌকা ওই তো যায়, যাই গোপন সুড়ঙ্গে, আলোর পেটিতে যাই।
ওখানে শহরের সবুজ মন্দির। ওখানে দিনের আয়ু আর মৃত্যু। সাদাস্মৃতি ডেকে
নিয়ে যাই। সে তাঁর গুহামূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পাথরে চুলের ছায়া,
বালিতে গোপন ব্যথা আর বিষাদ – ফুটন্ত কুড়ি।

তাঁর কাছে যাবো, খুলে দেবো অন্তরের সিক্ত ঘাস। স্পর্শের গভীর
সাম্পান যেখানে ডুবে গেছে – ডুবন্ত মানুষের মুখের দিকে যেখানে
ছুঁড়ে দিচ্ছি বৃষ্টির নন্দন, আঙুলের জ্বর। পাতাল যাত্রীদের তুবড়ানো
গালের উপর দেখছি শুকনো পাতা, পানির ফোটা।
মানুষের মুখের দু'পাশে দু'রকম জলছাপ দেখি – একপাশে মৃত্যুদুত,
হাতে ফুল। অন্যপাশে বাঘিনীর বিক্ষিপ্ত হাসি আর বন্য ফুলের গন্ধ।
আমরা দেখি আমাদের আত্মার মধ্যে উড়ছে ঈগল। তার পাখার হাওয়ায়
কয়লার পাহাড় কাঁপে। বিচিত্র তৃষ্ণার হাড়ে জন্ম নিচ্ছে ফুল। কখনো
কখনো জলকাচে সমুদ্রের দুর্বিনীত মুখ ভেসে ওঠে ।

রাত্রিদিন জেগে থাকে তোমার পাশে বোবা প্রদীপের আলো। কার ছায়ায়
একলা হও তুমি? হাতে লেগে থাকা মৃত্তিকার ঘ্রাণ, পাখির বিষণ্ন পালকও
তোমাকে কি একবারো ডাকেনি?

ঢেউহীন পানির শরীরে আজ যাকে তুমি বিকেলের বালুভূমিতে নিয়ে যাচ্ছো,
তাঁর টুকরো আয়নার কাচে কোন রূপসীদের হাড় দেখছো?
ভাঙা চোয়ালের শুভ্র দিগন্তে – আমি তোমাকেই দেখেছিলাম অচেনা পর্যটক।
এখন তুমি সমুদ্রের বালুতে স্মৃতি ও গ্রীবার সাম্পান। আমাদের মুখস্থ
জীবনের খাদ।

ফাঁদ

উড়িয়ে নিয়েছিল হাওয়া – অন্ধ–সুন্দরীর কাছে,
তাঁর পায়ের নিকট আমার এই দেহ
এই কালো মেঘের নদী – কোনো দিন উড়তে শেখেনি।

সাধারণ গাছের পাতা থেকে যেসময় বৃষ্টির শব্দ ঝরে পড়ে,
যেসময় কালো স্রোতস্বিনীর পাঁজর বেয়ে টুকরো টুকরো
নিজেরই ছায়া – ভেসে ওঠে, সেসময় দুয়েকটা পাতার নকশায়
আমার অভিপ্রায়,
তৃষ্ণা ওই শব্দের তোড়ে চুপ হয়ে থাকে, মনে মনে ওড়ে।

আজ তোমার কাছে এসেছি, হাওয়ার নিজস্ব কারসাজিতে।

এখন তুমি খুলে দাও গ্রীবার আকাশ। উড়বে এই কালো মেঘের নদী
যে কোনো দিনো একবারো ওড়েনি।

আমি ঘুমাবো

বাজো পাতার টুকরো শব্দ
ভেঙে যাওয়া কালো সোহাগ শাদা সোহাগ শাঁইজির চরণেতে বাজো
বাসনার তারে বেজে ওঠো ঘুমহীন জানালার ধ্বনি

কলুদের তৈল কারখানার কাছে এসে একটু ডাকো আমাকে
ফিসফিস, আমি তোমার কাছে যাবো
সমুদ্র ঢেউয়ে ডুবে যাওয়া রোদের সাথে চোখের পৃষ্ঠাগুলো তলিয়ে দেবো

কালো শাদা ডোরা কাটা লেনে আলো কেটে কেটে
তোমাকে খণ্ড – খণ্ড দেখবো
খণ্ডাংশের ভিতর আলোক শাঁইজির চরণ দেখবো
দেখবো লোহার পুলে মানবিক চোখ

ঢেলে দিও আজকে সবটুকু অন্তর, কালকে থাকবে না এই আঁচ
আমার ঘাড়ের কাছে
পুরনো ঘ্রাণের মুখগুলো ভেসে উঠছে

আজ তুমি দেখো টেবিলের উপর আলো কার স্পর্শ চাচ্ছে
ফুরিয়ে যাওয়া শলাকার দিকে এগিয়ে এসে
হৃদপিণ্ডটা খুলে রাখো লালনের পাশে, আমি ঘুমাবো

জড়াজড়ি

রাতের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি, গভীর ঘুমের ভেতর যারা রূপসী
আয়নার সামনে, তাদের মৃত প্রেমিকদের আর্তনাদে ভেসে ভেসে
আমি কফিনের কাছে যাই। দেখি, ধুলোর ভিতর লুটানো কালো টিপ,
ক্রন্দনরত ভাঙা ক্লিপ।

শোকার্ত প্রতিবেশিদের মধ্যে উড়ন্ত পাখিদের ডানায় লক্ষ করি
অসংখ্য খোঁপার ছায়া।

দুইটা হলুদ পাতা। একটা চুলের সাথে জড়াজড়ি করে আছে।
আর একটু দুরে, কালো শরীরের কাছে বসে আছে ক্লেদ, সাদা
সন্তাপের ছুরিগুলি দুরে পড়ে আছে।

আমি ছুঁয়ে দেখি ঘনিষ্ঠ জানালা, মৌন সিঁড়ি।

গভীর রাত্রি নদের ডাক ভেসে আসে, সহসাই জেগে ওঠে নিশ্চুপ
পদচিহ্ন, আমি চুপ করে থাকা নিজের মুখোশের দিকে তাকাই,
মনে পড়ে খড়ের গাদায় ঘুমিয়ে পড়া উন্মাদের মুখ, উজ্জ্বল তারা।

গোধূলির বন

ভেজা এক ফালি কাঠের ফাঁকে
পুরনো দিনের রোদ
উজ্জ্বল জানালা খুলে দেখো পেরেক বিদ্ধ
প্রথিত নৈশস্মৃতি।

আমাদের প্রমিত রন্ধনশালা ঘুমিয়ে গেছে।

উত্থিত ডানায় বিস্মৃত মৌন সড়ক
তুড়ি মেরে চলে যাচ্ছে দুর্গান্তরের বালুকা ঢেউ।

আমাদের প্রত্যাবর্তন শৈলীতে
নেচে উঠছে চন্দ্রাহত অস্থির কাঁপন।

দুরে সমুদ্র নৃত্য
দেহের সাঙ্গীতিক মন্থনে চারিদিকে
উড়ছে প্রথা বিভাজনের
দিকচিহ্ন

আমরা দেখছি ঘুরন্ত লাটিমের ফলা
মেঘ প্রাণের অন্তরে জুড়ে দিচ্ছি
ফায়ার বক্স

সুন্দরী কালো তিল হয়ে উঠছে গোধূলির বন

অনুজের প্রতি

এখন শরীর ছুঁয়ো না, পাতালপুরীর আগুনে
জ্বলে উঠছে কাঠের ঘোড়া
বিষাদগ্রন্থের পৃষ্ঠায় দেখো সন্ন্যাস
দেখো ঢালু পাহাড়ের ভূপৃষ্ঠে সূর্যাস্ত

কামার্ত পাড়ভাঙা শব্দের দিকে
কান খাড়া করে থাকো, নিশ্চুপ অবলোকনে
উঠে আসুক কুমারী নদীর তৃষিত
ঠোঁট, বসে বসে দেখো দিগন্তের নাচ

নি:শব্দের চাকুতে শরীর করো খণ্ডখণ্ড
চোখ, মুখ, ঠোঁট ও সমস্ত ত্বকে
বেড়ে উঠুক রোদের সীমানা আর
একটু অবসর পেলে সোমত্ত গাছের পাতা থেকে
নিজেকে টুপ করে ঝরে পড়া দেখো..

সাদা

পুরনো বৃক্ষের গুড়ির পাশে বেড়ে উঠছে সাদা
অন্ধকার ভেদ করে তাকে ছুঁয়ে থাকে আপন কুয়াশা
স্নায়ুর গোপন রোদ

অদ্ভুত শোকার্ত দৃষ্টি যখন শবদাহকালে ক্ষণিকের দেখায়
গ্রীবার উষ্ণতা ঢেলে দেয় তখন উপলব্ধির আয়নায়
দেখা দিয়ে ফিরে যায় লালডাকঘর
উড়িয়ে নিয়ে যায় এদেহ শঙ্খধ্বনির প্রশস্ত নদে

বালুভূমির পদপৃষ্ঠায় ভেসে ওঠে তীর্থযাত্রীদের মুখ
কারো কারো দেহে উল্কি ফোটে
বিদ্যুৎপ্রভা ঝিলিক দিয়ে মিশে যায় ধুলোদের মৌন-স্তনে

চারপাশে নিযুক্ত বেণী খুলে পড়া আকাশ
সিংহমূর্তির পাশে নন্দনের আওলানো চুলের ফিতা
আলতার শিশি
একে একে খুলে দেখায় ক্ষত ও ক্ষরণের নদী

ভাঙা চুড়ির গোপন লিপিকার – যজ্ঞস্তম্ভের কাছে
হাঁটু গেড়ে বসে থাকে
পাখি উড়ছে, উড়ছে মেঘের সাদা
কাজল বিক্রেতারা দুরে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে – তাদেরই পাঁজর শোভা

চিঠির লাল বাক্সে

বিভাজিকা – বল্লম থেকে খুলে রাখছে রাত্রি – পাশ ফিরছে কুঙ্কুম..

এক.

ঢুকে পড়েছি নিঃশব্দে, বন্ধন মুক্ত ধ্বনিতে তোমার চৌপার্শ্বে উড়ছে
চুম্বনসিক্ত রুমাল, সেই শূন্য পাখির খাঁচাটাও, শাস্ত্রীয় পুরনো হলদে
পাতা থেকে অর্ধনগ্ন শিশুদের হাসি মুখ আজ উড়ে আসছে তোমাকে
দেখতে, তুমি আজ পাশে রাখো – নদী ভ্রমণের ম্যাপ, হারানো ব্যথা
ও পাঁজরের গোপন শব্দ পাঠিয়ে দাও নীলচাষীদের গ্রামে।

যেসব অপরূপ দৃশ্যের ভেতর খুনিদের ভাঙা আয়না, রক্তমাখা ছোরা
ও কালো চিরকুটে ভেসে ওঠে পাখা, জোয়ার আসর, সেখানে তোমার
ব্যথিত মুখ ফেলে রেখে – চিঠির লাল বাক্সে আজ চুপিচুপি ঢুকে পড়েছি
দেখছি, ফাঁকা ডাকঘর, তোমার পুরনো নুপুর।

দুই.

শত কদমের চাপা ফোঁপানো কান্না শুনে বাইরে বের হই, দেয়াল ঘেষে
দাঁড়িয়ে থাকা বিজ্ঞাপণের নারী – কাছে টেনে নেয়, বলে, 'তুমি কালো'
'এই নাও ত্বকফর্সা ক্রিম', আমি কাচুমাচু তাঁর খোঁপার দিকে তাকাই,
তাঁর মুখের ত্বকের মধ্য ঢুকে পড়ে – দেখি অনেক বেড়াল, বহু সার্কাস
ফেরত পাপেট শিল্পী – হাসছে, ঢোলের শব্দ ভেসে আসছে দুর থেকে,
শূন্য জাদুঘরে – চলছে বুক চাপড়ানো উৎসব।

অপরিচিত পিঠের উত্তাপে ব্লাকবোর্ডে লিখছি – 'একটি আপেল' এবং
'একটি আয়না' এর মাঝখানে একগোছা নীলচাবি, আর একখানা
কালো সিঁড়ি আমাদের প্রতিদিন ঘুমের মধ্যে খুব কাছে ডাকে, তুমি
খুলে রাখো – জানালা, আমি টেবিলে সাজিয়ে রাখি উরুবাসনা।

তিন.

– চন্দ্রযানে রূপহীন নগ্নদেহ।
খোলা গ্রন্থের পাতায় একফোটা পানি, টেবিলের পাশে ঝোলানো ছিল
সাদা কামিজ। রোস্টের ধোঁয়া উড়ছে। প্লেটে প্লেটে চোখ। ওরা লাল
চিঠি। ডাকঘরের শূন্যতা এসে কাঁপছে চেয়ারে।

খুব নিবিড়তা লাশবাহী গাড়িতে চড়ে ভ্রমণে গেছে – অসুখি পত্রলেখক
আজ খুলবে না নেমপ্লেট, বন্ধ দরোজায় উড়বে শুধু বেলুন ও প্রেম।

চার.

দুটি ডানা দুদিকে উড়ে গেলে আকাশের সীমানা ফুঁড়ে বিস্তৃত দিগন্ত
কুণ্ডুলি পাকাতে পাকাতে নেমে আসে ঘাসে, তখন সমস্ত রঙ উথলে
ওঠে লোমকূপে, দেহ থেকে প্রকৃতির সব মূর্তিতে ছড়িয়ে পড়ে আহ্বান,
স্পর্শের সুড়ঙ্গ ভেঙে জন্ম নিচ্ছে লাল ডাকঘর।

– শুকনো পাতার ধ্বনি বিলি করে রাত প্রহরী, তাঁর কাঁধে ভর করে
আবার দাঁড়াতে চাই, তুমি লাল বাক্সে ফেলে যেও পুরনো হাতছানি।

পাঁচ.

দেখো, সদর দরোজা খোলা আছে। আমি লুকিয়ে আছি শঙ্খে।
স্মৃতি থেকে লাফিয়ে পড়ছে হাড় কাঁপা রাত্রি। অগ্নি পরিবৃত্ত নাচ।
খালি খালি লাগলে এমন হয়।

সবুজ সিন্দুকে ঢুকে পড়ছে কারা?
ওদের কাউকে তো চিনিনা, তাই, যে তীর অরণ্য থেকে ফিরে এসেছে,
তাকে জাপটে ধরে পশুবধ্ দৃশ্যে একা একাই হাসছি।

ছয়.

কাউকে জড়িয়ে ধরে মুছে যেতে চাই, লাল ডাকঘরের সীমানায় ফের
হয়ে উঠতে চাই চিরকুটে লেখা 'ভাল থেকো', সন্ধ্যার নিবিড় দেয়ালে
আবারো বার্তা প্রেরকের দেবতা হয়ে তোমার অন্তর ছুঁতে চাই।

ফাঁকা হতে চাই ক্ষীণ লালের পোষ্ট অফিসে, হলুদ মলাটের নথিতে।

দুর্গ থেকে ফিরছে মহুয়া, দুর্গতিনাশিনী

দুর্গ থেকে ফিরছে মহুয়া, ওর নতুন শরীর, কখনও কখনও
ওকে আনমনেই তুলে নিচ্ছি কোলের প'রে, হেসে গড়িয়ে পড়ছে
মেঘ, বাইরে ছিটকে পড়ছে লোভ ও চোখাচোখি।

পুজোর ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাড়া প্রতিবেশি,
শিউলি অভিমান ফুটে উঠছে তাদের চোখে-মুখে, রন্ধনশীলা
খোঁপা খুললে দক্ষিণের জানালা ভরে উঠছে শিশিরে।

বহুদিন মৃদঙ্গ পড়ে আছে, তার গভীর চোখে দেখেছি দুর্গ,
সুড়ঙ্গে চুপিচুপি কতবার ঢুকে পড়েছে বর্শা পুরুষের ছায়া, ঘুমহীন
ঘন্টাধ্বনি দূরে বেজে বেজে থেমে গেছে,
চন্দ্রযানে তুলে দিয়েছি রাত শেষের রতিক্রিয়া, শ্বেত-চুম্বন।

দুর্গতিনাশিনী, তোমার সীমার মধ্যে এসে গেছি,
অপুরণীয় বাসনার ক্ষীণ আলোতে সাজিয়ে রেখেছি হাড়ের কম্পন,
দুর্বচনার কাছ থেকে ফিরে দেখো, মৌঘাটে বসে আছে
দুর্বাসা, তার প্রতি একটু নজর দিও, মৈথুন খননকারীর গমনভঙ্গি
দেখে চিনে নিও খনয়িত্রীর স্নিগ্ধ বসন।

ওদিকে গুঞ্জরতি বনে, তীরের নৈপুণ্যে মুগ্ধ পুরানো খুলি,
পুষ্পগুচ্ছের ভিতর কাঁপছে ফিকে রোদের ঝুঁটি, পাতার গুঞ্জরণে
আমি তোমার বাহু খুঁড়ে দেখতে চাচ্ছি মেঘ, মৌন বিহার।

এবার, সত্যি করে বাক্স খোলো, আমি গোলাপ দেখবো।

ষোড়শী হাতপাখা

এক.

এবার তোমার গোপন কুঠারে রোদ পড়লে সবুজ পাতা থেকে
ছিনিয়ে এনো শিরাদের দুঃখ চাহনি, দূরে যে পাথরে কালোদের তৃষ্ণা
আর বিপন্নতা মুখ ডুবিয়ে আছে,

তাদের গা থেকে খুলে এনো বুনো জ্যোৎস্না। আমি চোখের ভিতর
টুকরো টুকরো কাচ ও আপেলে এঁকে দেবো অজস্র রাখাল, কাছাকাছি
বংশীবাদকেরা বাঁশি বাজাতে থাকবে,

সূর্যাস্তের সিঁথিতে তোমাদের গ্রামটা পুরোপুরি ভেসে উঠবে যখন,
তখন পিছন দিকে না তাকিয়ে আমি দৌড়াতে থাকবো
আর আমার ছায়া তোমার সিঁড়ি ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকবে।

দুই.

হুট করে খুলে ফেলো পাঁজর, পড়ে থাক থরে থরে পুরনো আয়না,
হেসেলের কোণে এক থোকা চুলের সাথে কোন কথা না বলে চুপ করে
দাঁড়িয়ে থাকো।

দেখো জানালার পাশে কুমড়ো ফুলের ভরা যৌবন, দুই একটা খসে
পড়া অন্ধ পাতার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলো, বুকের ঢিব ঢিব শব্দের
খুব নিকটে গিয়ে কান পেতে থাকো, দেখবে
চাপা দুঃখের অভিধানের পাতায় পাতায় উড়ছে বুনো হাঁস,
ষোড়শী হাতপাখা।

প্রফুল্ল জংশনে

প্রফুল্ল জংশনে যেদিন ঠেসে ধরেছিল শতহর্ষের দমকা হাওয়া
সেদিন তোমাদের বাড়ির পাশে
ঝরাপাতাদের হাহাকার ধ্বনিতে সামিল হয়েছিল
ভাঙা মন্দিরের ছায়া, অভিসারে যাওয়া মধ্যমা আঙুল

কোনো দিনও যার মুখের দিকে তাকাইনি এদিন তার দেহের
গন্ধে উড়িয়েছি শত শত বটপাতা
বাটখারার শব্দে যেসমস্ত কুলবধূরা তৃষ্ণার বটিতে
ফালি ফালি করেছিল সন্ধ্যাস্নান
তাদের স্নানস্বরে পাঠিয়েছি দেহবন্দি ঘ্রাণ, মুগ্ধ আহবান

কখন যে মা গঙ্গার বাতাস এসে ভরে তুলেছে
সুনেত্র স্টেশন টের পাইনি
দেখেছি কুয়াশার ভিতর সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে
আমাদের বিস্মৃতি – শিশুর মুখে লেগে থাকা দুধের দাগ

ছক

সীমাবদ্ধ রোদের ছকে
আমাদের যৌনানন্দ যখন কাঠ খোদাইয়ের স্নানদৃশ্যে
উড়ে যায় তখন আমরা ভুলে যাই
সুনিদ্রা যাপনের কৌশল – গভীর রাত্রিত্বকে
ফুটে ওঠে হরিৎ মনস্তাপ। 'মানবিক' সিঁড়িগুলি ধসে পড়ে।

ধূসরিমা, কুণ্ঠিত গুপ্ত মনীষায়
পুষ্পকরোটির বিভায় ছড়িয়ে দেয় আমাদের নৌম্যাপ,
আমরা উৎফুল্ল ঢেউয়ে অযৌন
গতিপথে হয়ে উঠি স্নিগ্ধ জলের একাকী ট্যালি।

ফাঁকা ধুলো পথে ক্ষরণের দাগ রয়ে যায়..

পেসিমিস্ট

সন্ধে বেলা বটির নিচে গোপনীয় পৌরুষ
উনুনের পাশে সহাস্য মুখ মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে
আঁশ ছড়ানো নিরক্ষর তৃষ্ণার পেটিতে
ঝরছে মেঘফুল।

আমরা হাড়-মাংসের গভীর গলিঘুপচিতে
ছড়ানো ছিটানো খুলে পড়া চোখগুলো কুড়িয়ে এনে
উনুনের কাছে রাখি।

মশলাবাটা সমস্ত হাতগুলো লাফিয়ে ওঠে।

আমাদের হৃদপিণ্ড কাঁপে
চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে দুরে যৌনকাতর সাঁকো।

খুলি

যোগিনী পাড়ায়
আমাদের কালো ঘুমের নদীতে
ভেসে আসে মানুষের খুলি।

আমরা ডাঙাতে খুলি ভেঙে দেখি
সূর্য উঠছে
বিয়োগ চিহ্নের ঘাটে।

আরো ভেসে ওঠে বালুর ভিতর বুনোজন্তুর
পায়ের ছাপ
আমরা নিজেদের পিঠে হাত দিয়ে
অনুভব করি তারই বিহ্বলতা।

যোগিনীদের আকাঙ্ক্ষার পাড় - ভাঙা
সবুজ শব্দে কান পেতে শুনি
উন্মত্ত প্রণয়ধ্বনি।

কালোঘুমের দেয়ালে দেখি জ্বলছে
আমাদেরই খুলি..

চাবি

কাচের উপর নীল চাবি
কালো কফি মগের কাছে সাদা হাতের আঙুল
সবুজ সোফার পাশে অধীর
সিঁড়ির ধাপগুলোর ছায়া বাঁকা দৃষ্টির মত

ভাঙা আয়নার টুকরো কাচে ছড়ানো দুধের গন্ধ
ছুরি পড়ে আছে
স্বপ্নের মধ্যে ছুঁয়ে থাকা আঙুলের পাশে

গোলাপি খরগোশগুলো মৃত
অসংখ্য হাহাকার ধ্বনির ভেতরে ছুরিবিদ্ধ দেহ
করুণ সুরের মধ্যে
হেসে উঠছে কুয়াশার জালে আমাদের
প্রতিবিম্বের ধুলো

রুট ম্যাপ

বৃদ্ধ বৃক্ষের গুড়ির কাছে এসে থেমে গেছে আয়নার প্রতিবিম্ব। একটি কমলা লেবু হাতে নিয়ে যিনি অগণিত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছেন, তাঁর বাম গালে কালো তিলের সুড়ঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা ঢুকে পড়ছে।

দূরে পুরনো পাহাড়ের ছায়াস্তূপ একে একে খুলে ফেলছে জরির ওড়না, ঘুঙুর।

বাদামি বিষাদ আর শ্যাওলার ত্বকে কোন রাখ-ঢাক না রেখেই যার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বিকেলের ক্ষয়িষ্ণু আলো, সেই প্রণয়শীল কলমীশাকের নরম দেহে-ই সন্ধেবেলা প্রকাশ্যে বটি চুম্বনের দ্বিখণ্ডিত অন্ধলেনে কামতীর্থ - মোমে আঁচড় কেটে চলেছে প্রত্ন রাখালের দীঘল ছায়া।

পানির তলে কাদায় আটকা পড়া তাদের মুখাংশে - কোষে কোষে জ্বলে ওঠে তীর, আর বালুঝড়ে বাঁকানো পথের মোড়গুলো উড়ে চলে গন্তব্যহীন সবুজ ডাকবাক্সের খোঁজে।

তিন পাহাড়ের চূড়া থেকে যে নীল পাথরের দেহগুলা রোদে চিকচিক করে যেখানে তার থেকে আরো কিছুটা দূরে, যার দু'পাশে ভাঙা মন্দিরের ছড়ানো ছিটানো ইট আর হলদেটে আঙুলের ছাপ যেন ধসে গেছে।

এরকম দৃশ্যের পাশ দিয়ে একটু এগুলেই কলাপাতার রঙে দিগন্ত যেখানে নুয়ে পড়েছে, তার গা ঘেষে দাঁড়ালে দেখা যায় অস্পষ্ট উইঢিবির মাথা, তার থেকে হাঁটা পথে তারাদের গ্রাম ..

বাঙালি মনন

কবে আসবে মুখর সেই ক্ষণিকের শুকনো পাতার মচমচ
ম্যাচবাক্সের খালি খোলের ভেতর নেচে উঠবে
প্রথা বিরোধের চঞ্চলতা
ধীরে ধীরে ছিন্ন হবে কাঠি থেকে আলোর প্রভাব

অক্ষুব্ধ জনতার কালো চোখের নিচে
দাঁড়িয়ে থাকবে শান্তস্থির কুচকানো রীতির মর্যাদাবোধ
দোলায়িত হাওয়ায়
দ্রুত নাগরিক গালে ছড়িয়ে যাবে পানির ছাট

নগরের তাবৎ দাম্পত্যকলহের পরবর্তী সময়ে
ঘনিষ্ঠ টেবিলে
জড়ো হবে – ব্যথিত সকল সঞ্চারিত হাত

একটি বাড়ির সীমানায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে
রাতের আবর্তে ঘুমিয়ে যাবে বন্ধনের মৃদুতরঙ্গ

মনে পড়তে থাকবে অচঞ্চল গ্রাম্যতা, স্নেহ

বৃষ্টি

যে রাস্তায় আমি হারিয়ে ফেলেছি যৌবন ও হাতঘড়ি –
সে রাস্তার পাশে অদ্ভুত বেহালাবাদকের করুণ চাহনি চিরে দেখলাম
সৌরভ সিক্ত এক অন্ধ নারী, মেঘের দিকে মুখ করে
দাঁড়িয়ে আছে

আমাদের সকরুণ রুমালে বসন্ত মুছে গেছে, শুধু গণকবাড়ির
জানালা খুলে যে ছেলেটি অপেক্ষা করছে,
তার দিকে আমরা লুকানো আস্তিন থেকে উড়িয়ে দিচ্ছি
আশ্চর্য রশ্মি

হেড মাস্টারের ছোট মেয়েটা খুব গোপনে এসে আমাদের
পথে পড়ে থাকা শুকনো গোলাপগুলো নিয়ে গেছে, আমরা টের পাইনি
এখন তার পায়ের শব্দে বেহালাবাদকের ঘুম ভেঙে যায়,
সবুজ পাতার নিচে তবু ঘুমিয়ে থাকে গোলাপি দুঃস্বপ্নের যুবকেরা

আমি শিকারি ভদ্রলোকের পিছন পিছন হাঁটি,
আমার ঘাড়ের উপর তাঁর চুল লেগে আছে, বৃষ্টি রাতের মতো

সিঁড়ি

খুব ফাঁকা সন্ধ্যায় একলা দাঁড়ানো খোঁপার দিকে
তাকাই, আলোর মৃত্যু দৃশ্য দেখি, তারপর, গভীর স্মৃতির মতো
মন রাঙা হয়ে ওঠে দেওয়ালে।

অনেক দিন পরেও, অনুরাগে তৃষ্ণা জাগে, কারো যেন
আসার কথা ছিল গোধূলি মনে এরকম মনে হয়,
কখনো কখনো সারা রাত দিন বৃষ্টি দিনের আকাশ হয়ে
ছড়িয়ে থাকে চৌদিকে।

একেবারে জানালার সাথে লেপটে থাকে সন্ধ্যার ঘ্রাণ,
বৃষ্টির শব্দ সত্যি হয়ে'ই আসে, সে মিশে যায় সবুজ শিহরণে।

গোপন ফ্রেমে কালো মেঘের দিকে
আমি তাকিয়ে থাকি, খোঁপা খুলে যায়, আবার আলোর
ঢেউয়ে নেচে ওঠে পুরনো সিঁড়িগুলি।

বেণীসাধক

মনের সিন্দুক খুলে বসে আছি। পরিহাসের উল্টো দিকে সবুজ খামে
উড়ে যাচ্ছে প্রস্থানকারী ও তাঁর বাঁকা হাসি। নিন্দুকেরা – অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে,
আমি আনমনে খুঁড়ে চলেছি তরঙ্গের নীলমমি। দুরের টেলিগ্রামে
জানি তোমার অশ্রু মিশে আছে, আমার ঘুমঘরে বাজছে তারই বিরহধ্বনি।

কেউই আর মনে রাখেনি তোমার খোঁপাফুল, মেঘলা রাতের ট্রেনে
যারা পৃথিবীর সমস্ত পুষ্প ছুঁড়ে দিতে চেয়েছিল, তাদের অসংখ্য মুখের ধুসরতা
আজ তোমার পিঠের উপর চুপ হয়ে আছে। হাওয়া পেলে তারাই আবার
বিনোদিনীর চুলে উড়ে গিয়ে বসে। একে একে খুলে যায় বৃষ্টিজানালা।

আমি নিন্দুকের মুখোশে তোমার স্পষ্ট মুখ আঁকি। শিকারিদের অন্তর্গত
আকাশে উড়িয়ে দিই শূন্য চাহনি, পাশে পড়ে থাকে নতমুখি কাশফুল, বেণীসাধক।

দ্বিধার মাস্তুলে নগ্ন কাঠখোদাই

দ্বিধার মাস্তুলে সূর্য উঠার মুহূর্ত ধরে রাখে তোমার মুখের ঢেউ, মুগ্ধতার প্রতীকে সে
সত্য আমি গোপন করে রাখি, পুরনো আয়নার ধুলোতে লিখে রাখা দেহমুগ্ধ স্মৃতিতে
আমরা, সত্যিকার অর্থে, প্রতীক্ষা করি, যেন পাথরের গায়ে জ্বলে উঠা ভোরমূর্তি।

আমাদের সামনে সীমানার মেঘে উড়ছে আমাদেরই সমস্ত বিস্মৃতি, যত দুরে তাকাই,
একে একে খুলে যায় গুপ্ত ডানা, তখন মেঘের পেটের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে
তোমারই উন্মাদ হাসি, খোলে দক্ষিণ দুয়ার, আমাদের চিরচেনা মুখ ভরে ওঠে
অন্ধকারে।

যে পথে প্রতীক্ষারত নগ্ন কাঠখোদাইয়ে রক্ত চুয়ে পড়ে, তাতে সহসাই নেচে ওঠে
তোমারই পুরনো পদছাপ ও বিষাদ বর্শা, আর সেখানেই সতীদাহকালের হাওয়া হয়ে
ওঠে তোমার কেশ, হৃদশব্দের তরঙ্গে ভাসিয়ে দাও নিভন্ত দেহ।

অগ্নি-উৎসবে আমি নাচি, তন্ময়তার সঙ্গীতে আমাদের হৃদপিণ্ড কাঁপে, কাঁপে তৃষ্ণার্ত
মুরলী।

পত্রসম্ভারে

পত্রসম্ভারে বেড়াতে গেছি, নীলশিরাদের মেয়েরা আমাকে দেখে
মুখ লুকিয়ে হেসেছে, রোদোনুগামী অনুচরেরা নকশা কাটা পথে
দাঁড়াতে বলে আর ফেরত আসেনি।

তারা ফেলে গেছে হৃদপিন্ডের বিকল কলকব্জা, মুচিরাম পুরের
ভাঙা-শ্লেট, বধূবরণের কুলো ও কৌটো ভরতি বৃদ্ধকেশরাজি।
এসব পাহারা বসিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছি।

কূলহারা হলুদ পাতার মুখে রোজ তাকাই, বিচ্যুত হৃদপিন্ডের স্বরে
কেঁপে ওঠে মৌন কাঠের অন্তর।

বটপাতাদের লেঠেল বাহিনী ডাকাতি করে নিয়ে গেছে আমার প্রান্তর।

ছুরিবিদ্ধ দেহ

পানির মধ্যে ছুরিবিদ্ধ দেহ, মাছের কানকোতে রক্তাক্ত ঝিলিক, ঢেউ ঠেলে
উপরের দিকে উঠতে চাচ্ছে স্তনের আভা। রক্তচক্ষু আর গৃহহারা বকুলের গন্ধ
একসঙ্গে ভেসে যাচ্ছে।

যারা আঙুলের সমস্ত কৌশল ভুলে গিয়েছিল আজ তোমার পাতাল যাত্রায় তারাই
হৃৎপিন্ডের সিঁড়ি বানিয়ে দেখো ঠাঁই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সকালের ফুলগুলো এখনো পানির উপর ভেসে আছে। আমি ডাঙাতে প্রতীক্ষার
বালুভূমিতে পায়ের ছাপ রেখে যাচ্ছি। পদছাপের গর্তগুলো ভরে উঠছে রক্তে,
স্তনের আভাতে মাছেদের পিঠের উপর ঢেউ ভেঙে ভেঙে তৈরি হচ্ছে সিঁড়ি।

সূর্য উঠছে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে, আমাদের চোখ থেকে খসে পড়ছে বিজলি,
দুরে অঝোরে ঝরছে মেঘলা, ঝরছে লাল-নীল ছুরি।

অস্থিরতার ভিতর সুগন্ধী আঙুল

নিভে গেছে মোম। কোনো শব্দ নেই। রাত্রিশ্লেটে
লিখে রাখা পরস্পর গভীর ক্রন্দন মুছে ভেসে উঠছে
সাদা এপ্রোন।

আমি দেখছি আলনায় ঝোলানো কালো জামা,
বেজে উঠছে বুকসেল্ফে সাজানো চুড়ির শব্দ - ঝন্ ঝন্।

অস্থিরতার ভিতর সুগন্ধী আঙুল। তোমার
টেবিলে কমলা রঙের ছুরি। নিরব তাকিয়ে থাকা শূন্য গ্লাস
নীল হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে।

সে আসে নিরবধি তীর ছুঁয়ে থাকা রোদ, শয়নকক্ষের
হাহাকার, তবু যন্ত্রনার গলিতে তুমি ফুল,
অন্ধমোম।

রুমালের হরফে ঘনিষ্ঠ কালো চোখ। বেদনা উড়ছে তারে।

আজ মেঘলা দেহ

আজ মেঘলা দেহ, সব দুরবীণ খোলা রাখো, পুষ্পডাঙার
পুকুর পাড়ে দাঁড়াও, কালকে যার দেহরোদে পাখি উড়েছিল
আজকে তার বিজ্ঞাপণবুথে দেখো নিঝুম সাঁতার।

বৃষ্টি আসবে আসবে করে
সবাই তাকিয়ে আছে আকাশে মেঘের দিকে, নিজেদের মেঘে
মেঘে টক্কর লেগে ভেঙে যাচ্ছে সাদা, ভেঙে যাচ্ছে সাদা সিংহ,
কালো পাহাড়।

ঘরের বাইরে আসা নারী-পুরুষ, মেঘলা দেহে ঘুরছে ফিরছে।
মনে হচ্ছে তারা অঝোর বৃষ্টিপাত, ঝুমঝুম শব্দের বরিষণ,
মনে হচ্ছে তারা রাতের জানালা, দেখছে অভিনব বারিপাত।

তারা ঘরের বাইরে দেহমেঘলা
ঘুরছে, ফিরছে, জোড়া লাগছে দেয়ালে দেয়ালিকা।

আমি আজ ডুমুর তলার ছায়া মেঘলা সরে গেলে বাঁশপাতায়
তোমার মুখ আঁকবো, স্লায়ুর মেঘে মেঘে ছড়িয়ে দেবো
এ দেহের সমস্ত ধুলো।

সে

সে আসছে, হলুদ বন্দরে হিমরাত্রি ভেদ করে বিপন্ন পুরুষেরা বিস্মৃতির পালকে
সাজিয়ে রাখছে পথ, পথের দু'পাশে গুহাকালিক ফুলগন্ধের ঢেউ চিরে ভেসে আসছে
আগামী দিনের ডোরাকাটা স্বপ্ন ভরতি মেঘ।

যাদুকরের রক্তাক্ত হাত বেয়ে নেমে আসছি আমি, বলি উৎসবের ধ্বনি। ব্লাকবোর্ডে
অপরূপা শহরের কচি শিশুদের আঙুলের সাদা ছাপে মিশে যাচ্ছে মুছে যাওয়া দিন,
বিচিত্র যৌন জাহাজ।

চলে গেছে সে, শূন্য খাঁচার মধ্যে এখন ছককাটা রোদের মূর্তি, দহনশীল মানুষের
ভিড় ঠেলে আমিও ঢুকে পড়েছি খাঁচার মধ্যে, পাশে নতুন রান্না ঘরের জানালা বেয়ে
উপরের দিকে উঠে গেছে লতানো কার মুখের জ্যোতি?

এই জ্যোতি তাঁরও ছিল, আমি ডুবুরির মতো ওই জ্যোতির নদে ডুব দিয়ে দেখেছি -
হাহাকার, তৃষ্ণার পেটিতে কাশবনের অফুরন্ত ঢেউ, ভেসে গেছি, ভেসে গেছে
দহনের নাও, পাহাড় চূড়ার সীমানা থেকে বার বার খসে গেছি আমি, খসে গেছে
লোকচক্ষুর বেঢপ সাঁতার।

আজ আমি তাঁর জন্য শূন্য খাঁচায় রোদের মূর্তিতে চুম্বন করছি, তার পায়ের কাছে
মাথা নিচু করে বসে আছি, মেঘান্তর ও আমার হৃদপিণ্ড, তাঁর জন্য ছককাটা দাগে
আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

শুধু নতুন রান্না ঘরে বটির নিচে - ছটফট করছে প্রমিত বন্ধন।

আগুনের ডানা

ক্রসচিহ্নে বোবাদের স্তব্ধ মুখগুলো ভাসে, গুহা কুঠারের শব্দে জেগে ওঠে
বিস্ময়ের প্রকৃতি পুরুষ, বলিষ্ঠ পেশিতে তাঁর ঈগলের পাখা, হাওয়ার বন্দরে
উড়ে যাচ্ছে তাঁরই ছায়া।

স্তম্ভিত পাথরের নারীমূর্তি ভেঙে গড়ে উঠছে সবুজ বৃন্দাবন, আমার কালো ঘোড়া
আমার সাদা মেঘের ভাস্কর্য, রক্তমাখা রুমালে ভেসে উঠছে চন্দ্র মুকুট।

দিনরাত্রি সৌর শৃঙ্গারে ডানার চিত্রিত ঢেউ ও মথিত চুলের অপরূপ কাঁটা ছেড়ে
চলে যাচ্ছে মৌবন, আমি ফিনকি দেওয়া রক্তে দেয়ালে এঁকেছি চুম্বনকৃত বল্লম,
স্বয়ংক্রিয় আগুনের ডানা..

বন্ধন

আমি তাকে বন্ধনের লেন থেকে সরিয়ে দিয়েছি। কারণ, ওর ভেতর সবুজ তৃষ্ণার
ক্রোধ, কচি রাতপাপড়ি ও গোলাপস্মৃতি পথ ভুলিয়ে নিয়ে যায় আয়না ঘরে। মেঘেদের
দেয়াল থেকে কাছে ডাকে দমকা হাওয়ার দস্যি সাদা নথের হাড়ের পাখিরা। এদেরকে
এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই।

এজন্য পুরনো বাড়ির ধ্বংস হয়ে যাওয়া সিঁড়ির কাছে দাঁড়াই। অস্পষ্ট সিঁদুরে মুছে
যাওয়া রাতপাখিগুলিরে ডাকি। বুকের নিকটে বিমূঢ়তা চুপ হয়ে থাকে।

ওকে জাগিয়ে দেখি, এতো সেই, পুরাতন নৌকায় যার হাতের গন্ধ, এখনও
ভোরস্নানের শব্দে দুর্গ দ্বারে চুল খুলে দাঁড়িয়ে থাকে।

অচেনা মশলাঘ্রাণে তবুও তাকেই মনে পড়ে। আলোর দুয়ার খুলে যায়। বহুমাত্রিক
হয়ে ওঠে তাঁরই স্মৃতি। আমি মুখশ্রীর পৃষ্ঠাগুলি উল্টিয়ে দেখি, সবখানে ক্রসচিহ্ন,
ছড়ানো ছিটানো কাচে রক্তের দাগ, মায়া বেণী।

বল্লম

বসেই থাকো তুমি নীলপাতার নিচে, দেখো, ডাঙায় লাফিয়ে ওঠা মৎস্যছায়া,
নিজেরই অন্তর চিরে যে আলোর পথ গেঁথে রেখেছো দেয়ালে, তাতে পদছাপ
দিয়ে চলে যাচ্ছে লাজুক ঘাসেরা।
চুপ করে আছে শংকিত মেঘদল। উরুর বিবরণ পড়ে যেসমস্ত পোস্টম্যান
ঘুমিয়ে আছে তোমার বাহুতে, তাদেরকে জাগিও না।

কামিনী পাড়ার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর কাছে ঠিকই ফিরে আসবে নথালোয়
বিবাগী পুরুষেরা, দুরে পড়ে থাকা বৈঠার উপর আবার রোদ উঠবে, রক্তজবার
আর্তনাদ ভেদ করে আমি শুনবো উষ্ণতার পাড় ভেঙে পড়া শব্দ।

জানি, ছুটে আসবে দেবতা ঘরের করুণ বেড়ালেরা, এদেরকে আমি নাচ শেখাবো,
এরা নাচ শিখে গেলেই তুমি নেমে এসো, তখন তুমি তাদেরকে প্রেম দিও,
আমাকে দিও বল্লম ...

ক্রসচিহ্ন

যিনি আনমনে উড়াচ্ছেন পাখির পালক, তার পাশে রক্ত
মাখা ছোরা, তবু ঝিনুকের মালা হতে উড়ে যাচ্ছে রোদ।
তাকে জিজ্ঞেস করি, সবুজ পাহাড় কোন দিকে? সমুদ্র?
সে, একটু চাপা হাসি দিলো, মেঘের ছায়া দেখিয়ে শেষে
চিঠির খাম খুলে দেখালো বাঁকা পথের ম্যাপ।

লাল ঠোঁট আরো একটুখানি লাল হলো, হাতের আঙুলে
তুলে নিলো মৌন সম্মতি, তার দিকে এবার তাকাই সরাসরি,
সে বললো, পাহাড় নাই।

নাড়ার গাদায় আগুন জ্বেলে আমি আমাকেই দেখি।

ঢালু পথে
এগুলেই মরা ঝরনা – আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে ডান দিকে চোখ
ফেরাই, দেখি উঁচু দুটো ঢিবি। নীলাভ চক্ষু মেলে
ছোট্ট একটা পাথর পড়ে আছে দুরে, তার গায়ে লেখা
‘সাবধান’!

তার পাশে পড়ে আছে রক্ত মাখা ছোরা, ক্রসচিহ্নের ছায়া।

অবুঝ নয়ন তারা

অবুঝ নয়ন তারা, তোমার পায়ের তলে আমি শুকনো ফুলের ঘুম, ভাঙনের শব্দে
মাংসপিণ্ডে সিঁড়ি ফোটে, মুখস্থ খোঁপার নিচে উড়ে যায় ফাটল ধরা চোরাবালি,
কাগজের নৌকাগুলি হাতে পেয়ে মেঘশিশুরা আনন্দে লাফিয়ে পড়ছে তোমার পায়ের
কাছে।

আমি চুপচাপ ঝরে পড়ছি প্রস্থানের রঙ।

ঝরে পড়ছে বনের হাওয়া, বাজুবন্ধের হাহাকার। গুটিয়ে নেওয়া শালবনের উন্মাদিনী
ছায়াতে ভরে ওঠে ঘর, নৈঃশব্দ্যের পেরেকে ঝুলে থাকে বিষণ্ন সুখ।

শুধু গোপন অসুখ, হলদে পাখিদের একান্ত সিন্দুক খুলে, উড়িয়ে দিচ্ছে নেশার ডালিম।

উন্মাদের খুলি

আমি রাতমূর্তির কাছে ভোর আলোর
দেহ খুলে দেখিয়েছি
সবুজ পাতায় উড়ে গেছে মেঘ

নিরবতা ভেঙে উন্মাদিনী হয়ে উঠেছেন
শেষ রাতের অসীম স্নিগ্ধ আলো
আমি তাঁর কাছে
খুলে দেখালাম পুরনো ছুরির খাপ

হলুদ পালকে বৃষ্টি লেগে আছে

যে চলে গিয়েছিল সে সহজেই
ফিরে এলো, ফিরে এলো দেয়ালে ছুরির দাগ

দুরে উন্মাদের খুলি, বৃষ্টিতে ভিজে চলেছে

সংরাগ

কাঠে ও লোহার গায়ে আমাদের পূর্বস্মৃতি লাল রঙের মধ্যে সাদার আচমকা বৈভব সংরাগে জন্ম নেওয়া নৈশসুর, উড়ন্ত বিস্মৃতি টেনে আনে, মরানদীর পাশে বসে থাকা হর্ষচিহ্নবহনকারী – একলা একলাই বলে ওঠে 'শূন্য' 'মহাশূন্য'।

দু'পাশে হলুদ পাতার ক্রন্দন ভাসে, নদী–বন্দরের কলহ ও কণ্ঠস্বরে মেতে ওঠে শুষ্ক মরা পাড়, ভাঙনের শব্দ ফিরে আসে, ফিরে আসে বিরহ নাওয়ে ধূসর গগনশিকারি আর তার হাড়ের চিরুনিতে – একখানা চুলের বিবরণ আমি আজো লিখতে পারিনি। তাই সত্যিকার ঘাস থেকে তুলে আনছি ব্যাপক হাস্যধ্বনি, এই গুচ্ছগুচ্ছ হাস্যধ্বনির মধ্যে বিলাপ ও বৃষ্টির শব্দও আছে, আছে পরাণ হরণকারীর তুচ্ছ প্রতাপ ও হিংসা–বিদ্বেষ।

ধাপ্পাবাজ, নকলবাজ ও শুভ্রসন্ত্রাসীরাও গোপনে অশ্রু মোছে, বিপক্ষ লেঠেলবাহিনীর প্রধানও মন চুরি হয়ে গেলে হুহু করে কাঁদে, হঠাৎ কেঁপে ওঠে তাদের অন্তর, মনের অজান্তেই। এসব সত্যিকার ঘাসে নজর দিলে টের পাওয়া যায়, মানুষের পদশব্দে কান পাতলে বোঝা যায়, এরকম।

ধসধসে স্মৃতিযানে লিখে রাখা দুঃখট্যালি, ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যাচ্ছে আকাঙ্ক্ষার দেশে, আমরা দেখছি, শাদা হরিণের পিছনে ছুটছে সহস্র বাঘিনী, কালো দেওয়ালে পূর্বেকার হাড় – মাংসের স্তূপে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট সরু নদী – বাঁকা হয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে, যেখানে ক্ষুদ্র এক পাখি জমা রাখছে খড়কুটো, গভীর রাত্রের মূর্তিতে ভাসছে নীল ড্রিম। সংরাগ হতে ছিন্ন হচ্ছে প্রলাপ ও মধুলোভী।

স্পর্ধা

দেখতে পারো বালুভূমির অন্তরে নিজের ছায়াতরী
সরিয়ে দিতে পারো প্রগাঢ় হাওয়ায় দৃশ্যচিত্রের নাভি ও বৈধ চুম্বনের ট্যালি
শব্দকাঠের ভেতর ঘুমন্ত মুখোভঙ্গির বাঁকে
যাপিত জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়নাগুলোকে ফেলে রেখে দেখতে পারো
খুব কাছের অন্ধমোহ
ক্রম বিকশিত আত্মসীমানায় সত্য ও বিপন্ন মানিব্যাগ

যদি পারো হয়ে ওঠো
কাঠের উপর বৃষ্টিতে ভেজা সময়খণ্ড
স্মিত স্মৃতিভ্রমণে তোমার পরিমিত ধর্মবোধ খুলে পড়ুক
অযৌন খড়ের স্তম্ভে
সুর আর সুরাতে নিমজ্জিত বয়স্করা মাথা নিচু করে থাকুক

কফিন ও মৃদু হাসি

একটি পুরনো কফিন, তার পাশে কালো জুতোর দাগ,
ব্যথিত দেয়াল ভেসে যাচ্ছে মেঘে, পাখি শিকারির জামার আস্তিনে
অচেনা চোখের জল, আমি মুছে দিচ্ছি স্মৃতি, কাঁধে
হাত রেখে দেখছি নিস্তব্ধ শহরের পথ।

কফিনের সম্মুখে পড়ে আছে একখানা শুকনো গোলাপের পাতা,
তার উপর নিঃস্ব একজনার মুখ – বিব্রত,
ভেসে উঠছে, ডুবে যাচ্ছে, আমার শুধু মনে পড়ছে 'ঘুড়ি'
একটি ঘড়ির পাশে কাত হয়ে পড়ে থাকা
নির্লিপ্ত গোপন চিঠি।

অসংখ্য পদশব্দে ভরে উঠা কফিন বেয়ে তোমার মৃদু হাসি
গড়িয়ে পড়ছে, আমি দেখছি ম্যাচবাক্সের বাঘ।

মেঘ ডায়ালে

মনোফুলে প্রতিদিন উড়ে আসে তরঙ্গিনী
তাঁর প্রতিবিম্বে জড়ো হয় সমর্পণের সমস্ত নীল
আমি মর্মপুস্তকের পাতা খুলে
তোমাকে উড়াই।

দুরভিসন্ধির গলি পথে
দাঁড়ানো প্রবর্তনার ভঙ্গিতে গেঁথে রাখা তীর
আমি দেখি মুহূর্তকালের স্রোতস্বিনী
খুলছে তাঁর সর্পবেণী।

সর্পবেণীর মেঘে আমরা ভ্রমণে যাই, বিষণ্ন মানুষেরা
মেঘজলে মুছে ফেলে ক্রোধ, লোভ ও লালসার খাতায়
আমরা এঁকে রাখি আপেল।

বুনো ফুলের গন্ধে ডুবুরি নামিয়ে আমরা নাকফুল খুঁজি।

বিপন্ন মুখের মানুষেরা হাসে, লুকিয়ে ফেলে অসুস্থ ঘড়ি।
আমরা মেঘ ডায়ালে এমনি এমনি উড়ি।

ক্লান্ত দেহে দিগন্তের আভা এসে ছায়া দিলে আমাদের
দৃষ্টির তলে জমা হয় পুরনো রোদের নদী, আমরা ধুয়ে
ফেলি আমাদের সব কালিঝুলি।

ছবি

শহরে এসেও এখনো স্বপ্নের ভেতর নদীর কাঁধ ছুঁয়ে থাকি। রাত গভীর হলে যখন নিশ্চুপ হয়ে ওঠে ফ্লাট বাড়ির ছাদ, তখন মা'র কথা মনে পড়ে, বাবার শুকনো মুখের চিত্রে – ভেসে ওঠে নৈঃশব্দ্যের গাঙ, আমি আশা করে বসে থাকি ওই গাঙের পাশে, ভাবি, তুমি এখুনিই আসবে।

নিঃসঙ্গ বাদাম বিক্রেতার চোখের মধ্যে জারুল পাতার ছায়া দেখে বুকে জড়িয়ে ধরি, অপেক্ষা করি পথের মোড়ে, বিষাদের চারু মাস্টার হয়তো এসে পড়বে, তাঁর জন্যই আমি দাঁড়িয়ে আছি কদমগাছের নিচে।

স্বপ্নের মধ্যে প্রতিয়ত গ্রেফতার হয় উলুখড়ের সন্তানেরা, তাদের জন্য সরলতার পরীদের বুক চৌচির হয়ে যাচ্ছে, তাদের অন্তর আওলিয়ে তুমি কী দেখছো? তছবি দানা পাশে নিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আর কী হবে? ধর্মগ্রন্থের পাতার ভিতর লুকানো হলুদ পাতাটা খুলে দেখো – ওখানে, তোমার সেই কালো শালিখের নাম লেখা আছে।

ভাঙা পুলের পাশে স্যুটিং এ আসা মেয়েদের কোমর তুলছে যে ক্যামেরাম্যান, তার কথা তোমার কী মনে আছে? ও তোমার পাঁজর ছুঁতে চেয়েছিল, আমি তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছি – সে যে ছবিগুলো তুলছে, তার ভিতর বাদামআলার চোখ আছে, কাঠ ঠোকরার ঝাপসা ডানাও আছে।

দেখা

দুপাশেই বৃষ্টিতে ভেজা সবুজ দুরবীণ, সেই লুটানো শরীর, নদীর কাছে গিয়ে ফিরতে পারেনি তারা, এখন আরো অনেক হাড়ের সাথে শুয়ে আছে। আমি চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়াই, আমার কালো ঘোড়া মৃত, পড়ে আছে আয়নার ভেতর, খুন হয়ে যাওয়া সময় থেকে দুরে সরে যায় নিবিড় সম্পর্কের চপ্পল, হাহাকার করতে করতে যারা প্রতিদিন খবরের কাগজে মুখ ভাসাচ্ছে, তাদের মুখের স্কেচে নীলড্রাগন, আমি উড়াচ্ছি বুনোদের গালে উঁকি দেওয়া রোদের পালক।

কোন চিহ্ন নেই, শুধু রাতের দেয়ালে এখনো পাখিদের ছায়া লেগে আছে। অভিসারে গিয়ে আর যে ফেরেনি, তার মায়া বন্ধনীর দিকে তাক করা দৃষ্টি থেকে তুমিও ফিরিয়ে নিয়েছো তীর, সর্বত্র এখন মুখোশের বিজ্ঞাপণ, বিলবোর্ডের খুঁটির সাথে লেপটানো দেহে তবু তৃষিত শিস বেজে যায়।